27

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

গত রবিবার প্রথমবারের মতো ভাবগম্ভীর এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। এছাড়াও চ্যান্সেলর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে সনদপত্র ও পদক বিতরণ করেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবারই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এবং এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান সফল ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বলে সকলেই স্বীকার করবেন।

যদিও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর সংশোধন উদ্যোগের প্রতিবাদে শিক্ষকদের একাংশের অনুষ্ঠান বর্জন এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ১০ দফা দাবিতে কালোপতাকা ও মিছিল ব্যতিক্রমী পদক্ষেপেও সার্বিক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানকে বিঘ্নিত করেনি। এক কথায় গণতান্ত্রিক সবকিছুই গণতান্ত্রিক ভাবগাম্ভীর্য ও প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে বলেই এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মর্যাদা দিয়েছে বলে সুধীমহল মনে করছেন।

তবে এটা মনে করার যথেষ্ট কারণও আছে। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘ ২৫ বছর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। কেন সম্ভব হয়নি সে কথাও দেশবাসী অবগত আছেন। দীর্ঘ ২৫ বছর দেশব্যাপী চলেছে নানা রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন এবং কখনও চলেছে একচ্ছত্র সন্ত্রাস। শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক শিক্ষার পরিবেশ দূষিত হওয়া ছাড়াও বিঘ্নিত হয়েছে তার চিরকালীন পবিত্রতা।

শিক্ষাঙ্গনের এহেন দৈন্যদশাকে উপেক্ষা করেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ আব্দুস সালামকে অনারারী ডক্টরেট প্রদান উপলক্ষে একটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেও ১৯৮০ সালে একটি স্মরণীয় ঘটনার জন্ম দিয়েছে। এবার জন্মের ২৫ বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তাতে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রাখবে বলে সকলেই আশাবাদী। যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সনদপত্র বিতরণ করা ছাড়াও চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে বেশকিছু মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসি এবং সাবেক ভিসি।

চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া অনুষ্ঠানে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে শিক্ষা বিস্তারের পথের সকল বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সকল সনদপ্রাপ্তকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

মূল সমাবর্তন বক্তৃতায় সাবেক ভিসি প্রফেসর আব্দুল করিম '৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের পূর্বে বিভিন্ন ফোরামে ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এ কথা সত্য, শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আর শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্রতী না হলে জাতি কোন অবস্থায়ই অগ্রগতির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে যে সক্ষম হবে না সে কথাও সকলেই স্বীকার করবেন। সবদিক দিয়ে শিক্ষার অগ্রগতি ও শিক্ষা বিস্তারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান পথের কাঁটা সন্ত্রাসীদের উপড়ে ফেলার শুভ পদক্ষেপ বলে সুধীমহল মনে করছেন। আর সেই সাথে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও শান্তিপূর্ণভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতদের মূল্য ও স্বীকৃতি দিয়ে তাদের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুনিশ্চিত করতে হবে।